UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI code:19

UNIT- VIII lh£%c p¡¢qaÉ SYLLABUS	
Sub unit - I	**1. L¡hÉ** 1.1 ¢Qœ¡ 1.2 feÔQ 1.3 ehS¡aL
Sub unit - II	**2. EfeÉ¡p** 2.1 - ঘরে বাইরে 2.2 - Qal‰
Sub unit - III	**৩. ছোটোগল্প** নিশীথে, দুরাশা, স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, ল্যাবরেটরি
Sub unit - IV	**4.e¡VL** 4.1 AQm¡uae 4.2 j š²d¡l¡
Sub unit - V	**5. fhå** 5.1- মেঘদূত 5.2- ছেলেভুলানো ছড়া - 1 5.3- h¢^jQ¾c 5.4- সাহিত্যের তাৎপর্য 5.5- abÉ J paÉ 5.6- h¡Ùh 5.7- সাহিত্যে নবত্ব 5.8- Bd¢eL L¡hÉ 5.9- jeoÉ 5.10- ele¡lÉ 5.11- fõÉfL¢a -1
Sub unit - VI	**6. S¡f¡ek¡œÉ**
Sub unit - VII	**7. S£heØj¢a**

1.1 - ¢Qœ¡

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কবি । তিনি মনে - প্রানে চিন্তায় - কর্মে দু:খে-সুখে জীবনে - মরনে সমান দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে নিয়ে ভেবেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পঁয়তালল্লিশটির বেশি কাব্যরচনা করেছেন। এই কাব্যরচনার ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশেষ যুগ হল 'চিত্রা' র যুগ । যা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের ঠিক চার বছর পর কাব্যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ বিচ্ছুরন এল সেই বিশেষ প্রতিভার উন্মেষ ও যুগ । তিনটি শ্রেষ্ট কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করল - 'চিত্রা' (১৮৯৩) 'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী' (১৮৯৩) । কাব্যে সৌন্দর্য ব্যাকুলতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বোধের প্রতি আকাঙ্খা, এবং রহস্যমর আবেদন 'চিত্রা' কাব্যে এসে একটা পূর্ণতা ও বিরাম লাভ করেছে। 'চিত্রা' কাব্যে রূপের সঙ্গে অরূপভাবুকতার মিশ্রন ঘটেছে। 'চিত্রা'তেই প্রথম বোঝা যায় কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান।

মানস সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমের টানে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রায় ('সোনার তরী') বাহির হলেও কবি সেই রহস্যময়ীর আবরন উন্মোচনে সক্ষম হননি। কিন্তু 'চিত্রা' কাব্যে তার স্বরূপ উন্মোচনে স্পষ্টত সক্ষম হয়েছেন। 'সোনার তরী' র সেই ¢hja (Abstract) নারীমূর্তি 'চিত্রা' য় এসে কবিকে 'জীবন দেবতা' রূপে ধরা দিয়েছে । এই জীবন দেবতা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর নন । এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলছেন ---

'' চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বোতোমুখী পূর্ণতাবোধ থেকেই ' জীবনদেবতা '

শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি । জীবনদেবতা - দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম - ülf B¢hL¡l ''z

[lh¢c f¢ai¡l f¢lQu :-

X: r¢cl¡j c¡p]

অর্থাৎ এই জীবনদেবতা কবি সৃষ্ট একান্তভাবেই তাঁর অধিদেবতা । কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কবিতা এমন শিল্পগুনান্বিত হয়ে ওঠে যে যা তার পরিমিত শক্তিতে ও সচেতন প্রয়াসে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব নয় । কোনো এক 'অন্তর্যামী ' তাঁকে দিয়ে এই অসাধ্যসাধন করিয়ে নেয় । কবি এই 'অন্তর্যামী কেই 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করেছেন ।'সোনার al¢'l মানসসুন্দরী 'চিত্রা ' কাব্যে জাগতিক উপলব্ধিতে বিচিত্র রূপিনী রূপে ধরা দিয়েছেন । কবির অর্ন্তমুখী উপলব্ধিতে হয়ে উঠেছেন তিনিই 'জীবনদেবতা' ।

'চিত্রা' কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দুই সময় কালের মধ্যে রচিত । অধিকাংশ কবিতায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারে , f¢apl - শিলাইদহ , রামপুর ও জোড়া সাঁকোতে । একমাত্র 'সুখ' কবিতাটি এই সময়কালের পূর্বে ১৩ চৈত্র , ১২৯৯ বঙ্গব্দে রচিত । কবিতাটি প্রথমে ''সোনার তরী ' (১৮৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হয় । পরে 'চিত্রা' কাব্যে সংগৃহীত হয়েছে । প্রথম প্রকাশ কালে কবিতার সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ (৩৫) । পরে সংস্করন করে কাব্যগ্রন্থাবলী রূপে যখন প্রকাশ হল তখন কবিতা সংখ্যা দাঁড়াল সাতচল্লিশ টি ।

তবে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'চিত্রা' স্বতন্ত্র কাব্য রূপে প্রথম প্রকাশে ৩৫ টি কবিতাকে সম্বল করেই প্রকাশিত হয় পরে কাব্যগ্রন্থবলী সংস্করনে গৃহীত চারটি কবিতা 'স্নেহস্মৃতি' 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' ও 'ব্যাঘাত যুক্ত হয় । কিন্তু 'ব¡þZ', "fl¡ae ia£' J 'দুইবিঘা জমি' নামাঙ্কিত তিনটি কবিতা বর্জিত হয় ।রচনাবলী সংস্করনে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় (৩৫+৪-3) = 36¢V z বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ সংস্করনে বর্জিত কবিতা তিনটি পুনরায় গৃহীত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ টি ।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খন্ডে) পাঁচটি গুচ্ছে সাজিয়েছেন ।

L¡¢qe£

(১) এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত কবিতাগুলি হল ‘ব্রহ্মণ ’, ‘পুরাতন ভৃত্য’ ও দুই বিঘা জমি ’---

¢Qœ¡

এই গুচ্ছের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের প্রশান্তি প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে একসাথে মিলেছে । ‘সুখ’‘জ্যোৎস্নারাত্রে ’‘প্রেমের অভিষেক ’ , ‘সন্ধ্যা’, ‘পূর্ণিমা’ ‘উর্বশী , ‘সান্ত্বনা’, ‘দিনশেষে’ ‘বিজয়ানী’ ‘প্রস্তরমূর্তি’ ‘নারীর দান’ ‘রাত্রে ও প্রভাতে’ ‘প্রৌঢ়’ ও ‘ধূলি’।

ü¡L¢a

গুচ্ছে পড়ে ‘এবার ফিরাও মোরে’ ‘মৃত্যুর পরে’ , ‘সাধনা’ , ‘শীতে ও বসন্তে’ , ‘নগর সঙ্গীত’ ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ "Nqnœ', "j l£¢QL¡' "1400 p¡m' J "cl¡L¡r¡'z

A¿k¡j£

গুচ্ছে পড়ে ‘চিত্রা’, ‘অর্ন্তযামী’ ‘উৎসব’ ।

জীবনদেবতা

গুচ্ছে পড়ে ‘আবেদন’ ‘শেষ উপহার’ ‘জীবনদেবতা’ ‘নীরব তন্ত্রী ও ‘সিন্ধুপারে’।

...l¦afZ ab£ J j¿h£

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশ কাল ১১ মার্চ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ (২৯ শে ফাল্গুন -1302 h‰ë)

২) চিত্রা গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি ।

৩) ‘চিত্রা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সুখ’ কবিতাটি প্রথমে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় । পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে গৃহীত হয় । ‘সুখ’ কবিতাটি নিয়েই ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ z

৪) ‘‘ কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চভূমি যেখানে সমস্ত পথ , একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে , যেখানে উচ্চতা পূর্ণতা ও বিরাম , এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে । চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যাক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান’’। (ক্ষুদিরাম দাস । রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়)

৫) ‘জগতে বিচিত্ররূপিনী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য , আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরনী যেমন সত্য । এই দুই সত্য একত্র হয়েছে চিত্রা কাব্যে । [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬) ‘‘চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যাক্তিত্ব বৃক্ষ -- জীবনের মত দুইদিকে প্রসার লাভ করিতেছে একদিকে তাহা আপন ব্যাক্তিত্বের নব নব দ্বার উন্মোচন করিতেছে , অপরদিকে বিশ্বকে নানা দিক হইতে সমাজ , রাজনীতি , সৌন্দর্যতত্ত্ব -- নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে ’’।

(fjbe¡b ¢hn£ lh‰cL¡h£ fh¡q)

৭) ‘‘ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্ব লোকের আমি তাঁহার কথা বলি নাই ; তিনি বিশেষ রূপে আমার , অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার , আমার সমস্ত জগৎ সংসারে সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন , যিনি আমার অন্তরে এবং যঁহার অন্তরে আমি, যাহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না , যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্c দিতে পারে না । চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে ।

(প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)

৮) ‘‘সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্য আমি যাঁহাকে খন্ড খন্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক , যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা L¢lu¡¢R''z

(প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পাত্রের অংশবিশেষ)

৯) ‘‘যে অমূর্ত নিরাকার ভাবময় সৌন্দর্য সমস্ত আকারের মধ্যে , মূর্তির মধ্যে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত -f¢a i¡a প্রতিস্ফূর্ত হইতেছেন তাঁহারই বন্দনা এই চিত্রা কবিতা ’'---

(চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় --l¢hln¡¢)

১০) গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে ‘চিত্রা’ কাব্যের ১৫ টি কবিতার মধ্যে সাধনাতেই প্রকাশিত হয় ১৪ টি । একটিমাত্র কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি ভারতী ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

teachinns Text with Technology